মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর : 'চণ্ডীমঙ্গল'

□ দামুন্যা গ্রামে রক্ষিত মুকুন্দরামের প্রাচীন পুঁথির প্রথমে ও শেষে কবির যে আত্মপরিচয় আছে তা থেকে তাঁর সম্বন্ধে তথ্যাবলী জানা যায়।

□ কবির পিতামহ → জগন্নাথ মিশ্র বৈষ্ণব মতাবলম্বী, যদিও কবি চক্রাদিত্য শিবের উপাসক।
নিবাস → কয়েকপুরুষ ধরে রত্না নদীর তীরে দামুন্যাগ্রামে কৃষিকার্য অবলম্বন করে বাস করতেন।

পিতা – হৃদয় মিশ্র

তালুকদারের নাম ছিল গোপীনাথ নন্দী। পরে রাজনৈতিক সামাজিক সংকট দেখা দিল। মুসলিম রাজা মাহমুদ শরীফের শাসনে দেশে দুর্গতি দেখা গেল।

প্রতিবেশীর সঙ্গে পরামর্শ করে মুকুন্দরাম পত্নী, কনিষ্ঠ ভাই রমানাথ (রামানন্দ), শিষ্যপুত্র ও অনুচর দামোদর নন্দীকে সঙ্গে নিয়ে দক্ষিণে হিন্দু প্রধান নিরাপদ অঞ্চল মেদিনীপুরের দিকে যাত্রা করলেন ও গুচড়ে গ্রামে উপনীত হয়ে এক পুকুরপাড়ে আশ্রয় নিলেন। স্বপ্নে সেখানে দেবী চণ্ডী কবির মায়ের বেশে শিয়রে আবির্ভূত হয়ে কবিকে মন্ত্রদান করলেন। এবং নিজ মহিমা-বিষয়ক কাব্য লিখবার নির্দেশ দিলেন। তারপর কবি শিলাবতী নদী পার হয়ে মেদিনীপুরের জমিদার বাঁকুড়া রায়ের আশ্রয়ে উপনীত হলেন। বাঁকুড়া রায় কবিকে নিজ শিশুপুত্র রঘুনাথের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করলেন। রঘুনাথ রায় রাজা হলে কবির অবস্থা ফিরল। কবি রচনা করলেন অভয়ামঙ্গল ~~চণ্ডীমঙ্গ~~ (চণ্ডীমঙ্গল)।

☑ কবির কৌলিক উপাধি – মিশ্র

□ মুকুন্দরামের কাব্যে রাজা মানসিংহের উল্লেখ আছে।

□ প্রথম খণ্ড : আক্ষেটিক খণ্ড →

বন্দনা, সৃষ্টিপ্রকাশ, দক্ষ-শিব-সতী, সতীর দেহত্যাগ, দক্ষযজ্ঞ নাশ, গৌরীর সঙ্গে মহাদেবের বিবাহ ও কৈলাসে আগমন – দেবকাহিনি শেষ।

মর্ত্য কাহিনি :– মর্ত্যে পূজা প্রচারের জন্য ইন্দ্রপুত্র **নীলাম্বর** ও তৎপত্নী **ছায়াকে** যথাক্রমে ব্যাধ ধর্মকেতুর গৃহে কালকেতু ও সঞ্জয়ের ঘরে ফুল্লরা রূপে জন্ম নিতে হয়।

∴ □ স্বর্গের নীলাম্বর মর্ত্যে কালকেতু। পিতামহ → চন্দ্রকেতু
(নীলাম্বর ভ্রাতা জয়ন্ত) পিতা → ধর্মকেতু
মাতা → নিদয়া

□ স্বর্গের ছায়াবতী মর্ত্যে ফুল্লরা। পিতা → সঞ্জয়কেতু। মাতা → হীরা

□ কালকেতু ও ফুল্লরার পুত্র → পুষ্পকেতু।

কালকেতুর বয়ঃপ্রাপ্তি, ফুল্লরার সঙ্গে বিবাহ, পশু শিকারে কালকেতুর বীরত্ব, দেবীর নিকট পশুদের অভিযোগ, দেবীর স্বর্ণগোধিকা রূপধারণ, কালকেতুর গোধিকাবন্ধন ও আনয়ন, দেবীর স্বরূপ প্রকাশ ও কালকেতুকে কৃপা। দেবীর কৃপায় ব্যাধ কালকেতুর ঐশ্বর্যলাভ, বন কেটে গুজরাট নগর পত্তন, বুলানমণ্ডল ভাঁড়ু দত্ত প্রমুখের আগমন, বিভিন্ন জাতিসম্প্রদায়ের বাসস্থাপন, ভাঁড়ু দত্তের অন্যায় আচরণে কালকেতু কর্তৃক তাহার অপমান, অপমানের প্রতিশোধগ্রহণের জন্য ভাঁড়ু দত্তের কলিঙ্গরাজের সঙ্গে ষড়যন্ত্র, কলিঙ্গরাজের ~~সঙ্গে~~ গুজরাট আক্রমণ, ভাঁড়ু দত্তের বিশ্বাসঘাতকতায় কালকেতুর কারাবাস, কালকেতু কর্তৃক চৌতিশা অক্ষরে দেবীর স্তব, কলিঙ্গরাজের প্রতি চণ্ডীর স্বপ্নাদেশ, কালকেতুর মুক্তিলাভ ও সম্মানপ্রাপ্তি, ভাঁড়ু দত্তের যথাযোগ্য শাস্তি (মস্তক মুণ্ডন), কালকেতু-ফুল্লরার শাপের অবসান, পুত্র পুষ্পকেতুর হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করে স্বর্গের নীলাম্বর ও ছায়ার সশরীরে স্বর্গধামে যাত্রা।

বনিক খণ্ড :→

উচ্চশ্রেণির মধ্যে দেবীপূজা প্রচারের জন্য ইন্দ্রের রাজসভার নর্তকী **রত্নমালা** শাপভ্রষ্ট হয়ে ইছানী নগরে বনিক লক্ষপতির ঘরে রম্ভাবতীর গর্ভে খুল্লনা নামে জন্ম নিলেন। লহনা নামে আর এক স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও, উজানি নগরের বাসী ধনপতি খুল্লনার বিবাহ হল। বিবাহের পর শুকপাখীর খাঁচা আনতে ধনপতি গৌড়ে যাত্রা করলেন। অন্যদিকে লহনা - খুল্লনার সম্প্রীতি দেখে দুর্বলা দাসী লহনাকে কুমন্ত্রনা দিলে স্বামীবশের জন্য লহনা লীলাবতী ব্রাহ্মণীকে আনল। ধনপতির হস্তাক্ষর জাল করে তারা খুল্লনাকে ছাগ চরাতে বাধ্য করল। খুল্লনা চন্ডিকাপূজা করে বরলাভ করল। ধনপতি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে লহনাকে ভর্ৎসনা ও খুল্লনার প্রতি সপ্রেম ব্যবহার করল। খুল্লনার গর্ভসঞ্চার। ধনপতি খুল্লনার চন্ডীপূজার ঘট দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে ঘটে পদাঘাত করলেন। সিংহল যাত্রাপথে কালীদহে 'কমলে কামিনী' দর্শন. সিংহলে শালবাহন রাজার সমীপে বৃত্তান্ত কথন ও রাজাকে ঐ দৃশ্য দেখাতে ব্যর্থ হয়ে ধনপতির কারাবাস।

দ্বিতীয় পর্ব— শাপভ্রষ্ট **মালাধরের** শ্রীমন্তরূপে জন্ম, বালক শ্রীমন্তের বিদ্যাভ্যাস, শিক্ষক জনার্দন ওঝার শ্রীমন্তের পিতার বিষয়ে কুকথা, পিতার সন্ধানে শ্রীমন্তের বাণিজ্যযাত্রা, নানা ঘটনার মধ্যে দিয়ে শ্রীমন্ত ধনপতির মিলন, সিংহল রাজকন্যা সুশীলার সঙ্গে শ্রীমন্তর বিবাহ, স্বদেশে ফিরে, উজানি নগরের রাজা বিক্রমকেশরীকে 'কমলেকামিনী' প্রদর্শন, রাজকন্যা জয়াবতীর সঙ্গে শ্রীমন্তের আবার বিবাহ, সুশীলার অভিমান, শ্রীমন্তবেশী মালাধর ও খুল্লনাবেশিনী রত্নমালার স্বর্গযাত্রা।

- ☐ দেবীর আদেশে মাটি খুঁড়ে ~~শ্রীমন্ত~~ কালকেতু ৭ ঘড়া ধন পায়।
- ☑ আখেটিক খণ্ডের কুশীল বনিকের নাম - মুরারী শীল ও তার পত্নী বান্যানী।
- ☑ কালকেতুকে দেবীপ্রদত্ত অঙ্গুরীয়টির ওজন ছিল ১৬ রতি ২ ধান।
- ☑ পিতলের আংটি বলে মুরারী শীল দাম দিতে চায় আটআনা। [অধপণ পাঁচগন্ডা]
- ☑ ভাঁড়ু দত্ত হরিদত্তের বেটা ও জয়দত্তের নাতি। ভাঁড়ুর ভাই শিবাদত্ত।
- ☐ লহনার দাসী দুর্বলা।
- ☐ লহনার ১১ বছর বয়সে বিবাহ হয়।
- ☐ খুল্লনার ১২ বছর " " "
- ☐ ধনপতি সদাগরের পদবী ছিল দত্ত।
- ☐ খুল্লনার হারানো ছাগল → সর্বশী
- ☐ খুল্লনার প্রতিবেশী → বিমলা
- ☑ মুকুন্দর পিতা হৃদয় মিশ্র গুনিরাজ মিশ্র উপাধি ধারন করেন।
- ☐ কবি নিজেকে ভণিতায় দৈবকীনন্দন বলেছেন।
- ☐ মধ্যযুগীয় কবি মানিকরাম অভয়ামঙ্গলের কবিকে মুকুন্দরাম বলেছেন।
- ☑ কবির জন্ম — ১৫৬০ খ্রী.
- ☐ তিনি রঘুনাথ রায়ের পৃষ্ঠপোষকতায় গ্রন্থ রচনা করেন।

⊛ ধর্মমঙ্গল রচনা করতে ৭ বছর সময় লাগে। রচনা শেষ হয় — ১৬১২ খ্রী.

☐ মুকুন্দ চক্রবর্তী বিষ্ণু ও চণ্ডীর বন্দনা করেননি।

☐ সতীর দেহত্যাগে রুদ্র শিবের নির্দেশে দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করেন — বীরভদ্র

☐ পার্বতীর নির্দেশে, পদ্মার উপদেশে, হনুমানের সহায়তায় বিশ্বকর্মা কলিঙ্গ নগর নির্মান করেন।

☑ আগজন্মে নীলাম্বর → কালকেতু → পিতা ধর্মকেতু, মাতা নিদয়া

আগজন্মে ছায়া → ফুল্লরা → পিতা সঞ্জয়কেতু, মাতা হীরা

" মালাধর → শ্রীমন্ত → পিতা ধনপতি — উজানি নগরের সদাগর, মাতা খুল্লনা

" রত্নমালা → খুল্লনা → পিতা — লক্ষপতি - ইছানি নগরের বণিক, মাতা — রম্ভাবতী

☑ নীলাম্বরকে অভিশাপ দেন মহাদেব।

☐ কালকেতু - ফুল্লরার বিবাহের ঘটক → সোমাই পণ্ডিত।

☐ ফুল্লরার বারমাস্যা বৈশাখমাসে শুরু।

☐ চণ্ডী কালকেতুকে মঙ্গলবারে তার পূজোর নির্দেশ দেন।

☐ চণ্ডী কালকেতুকে ৭ ঘড়া ধন দেন।

☐ দেবীপ্রদত্ত অঙ্গুরীর মূল্য ছিল — ৭ কোটি টাকা।

☐ বুলান মণ্ডলকে চণ্ডী কলিঙ্গ ত্যাগ করে গুজরাট নগরে বাসের স্বপ্নাদেশ দেন।
(কৃষক)

☐ গুজরাট নগরে কালকেতু মুসলমান প্রজাদের পশ্চিম দিকে

কায়স্থ " দক্ষিণ " বসবাস করতে দেন।

☑ 'এ যুগে জন্মগ্রহন করিলে তিনি কবি না হইয়া একজন ঔপন্যাসিক হইতেন'
→ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

☐ ধনপতি সদাগরের বাড়ী উজানি নগর।

উজানি নগরের রাজার নাম → বিক্রমকেশরী। রাজকন্যা → জয়াবতী

☑ সিংহল রাজকন্যা সুশীলা শ্রীমন্তর প্রথমা স্ত্রী,

উজানিনগর " জয়াবতী " দ্বিতীয়া স্ত্রী।

☐ কলিঙ্গরাজের জামাতা → বীরমল্ল

পুত্র → রনসিংহ, রনভীম, রনবাট

কোটাল → ভীমমল্ল

☐ রেখা - দক্ষকে প্রসাদ করেন কনকলতা

☐ দক্ষালয়ে গমনকালে সতীর মাথায় ছাতা ধরে নন্দী

" " " সাথে যায় → দুই সেনাপতি নেকা - জোকা।

☐ শিবসেনা নাশ করতে যজ্ঞাহুতি দিয়ে সেনা তৈরী করেন ভৃগু। ভৃগুর রমনী — রেণুকা

☐ মায়ামৃগ দেখার পর কালকেতু স্নান করে → কংস নদীতে।

☐ ফুল্লরার খেদ অংশে গোলাহাটের উল্লেখ আছে।

- ☐ ফুল্লরা তার সই-য়ের কাছে দু কাঠা চাল ধার করে।
- ☐ দক্ষকে ছাগবদন হবার অভিশাপ দেয় নন্দী।
- ☐ 'শয়ন করিতে তারে দিহ তেঁতুলি পালা' → ফুল্লরার সম্পর্কে বলা হয়েছে।
- ☑ চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে ৪ বার 'কমলেকামিনী দৃশ্য' দেখা গেছে।
- ☐ বিশ্বকর্মার পুত্র → দারুকর্মা
- (*)☐ কার্তিক মাসের শুক্লা অয়োদশী তিথিতে গুজরাট নগর নির্মাণ শুরু হয়।
- ☐ কালকেতুর গুজরাটের পূর্বদিকে সিংহদরজা।
- ☐ মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের শাপেন → প্রসাদ
- ☐ দেবী চণ্ডীর পূজা আশ্বিনমাসে হয়।
- (*)☐ সমগ্র কাব্যটি অষ্টমঙ্গলে পরিবেশিত। প্রতিটি দিনের [ব্যতিক্রম অষ্টম দিবস, যেখানে নিশার উল্লেখ নেই, শুধু দিবা আছে] দিবা ও নিশা দুই করে পালা রয়েছে।

অন্নদামঙ্গল

→ ভারতচন্দ্র রায়।

- ☐ জন্ম → ১৭০৫ থেকে ১৭১০ খ্রী. এর মধ্যবর্তী কোনো এক সময়। [সুকুমার সেনের মতে ১৭১২ খ্রী.]
- ☐ মৃত্যু → ১৭৬০ খ্রী:, বহুমূত্র রোগে।
- ☐ জন্মস্থান → পেঁড়ো, আমতা থানা, হাওড়া
- ☐ আত্মপরিচয় দিয়েছেন → 'সত্যপীরের পাঁচালী' তে।
- ☐ পিতা → নরেন্দ্রনারায়ণ রায়, ঠাকুরদা → সদাশিব রায়, সদাশিবের পিতা → ভূপতি রায়।
- ☐ মাতা → ভবানী।
- ☐ উপাধি → রায়, কৌলিক পদবী → মুখোপাধ্যায়
- ☐ ভারতচন্দ্র বর্ধমান জেলার অন্তর্গত 'ভুরসুট' পরগনার সম্ভ্রান্ত ভূস্বামী ছিলেন।
- ☐ ভারতচন্দ্রের তিন অগ্রজ → চতুর্ভুজ, অর্জুন, দয়ারাম
- ☐ নরেন্দ্রনারায়ণের সঙ্গে বর্ধমানরাজ কীর্তিচন্দ্রের মা বিষ্ণুকুমারীর বিবাদ হলে নরেন্দ্রনারায়ণ সর্বস্বান্ত হন। তখন ভারতচন্দ্র মণ্ডলঘাট পরগনার গাজীপুরের নিকটবর্তী নওয়াপাড়া গ্রামে মাতুলালয়ে চলে যান ও সংস্কৃত শেখেন।
- ☐ কবি মণ্ডলঘাট পরগনার তাজপুরের নিকটবর্তী সারদাগ্রামের কেশরকুনির নরোত্তম আচার্যের কন্যাকে বিবাহ করেন।
- ☐ ভারতচন্দ্রের গবেষক ড. মদনমোহন গোস্বামীর মতে তাঁর স্ত্রীর নাম রাধা।
- ☐ ভারতচন্দ্রের পুত্রদের নাম → পরীক্ষিত, রামতনু, ভগবান।
- ☐ কবি দেবানন্দপুরবাসী রামচন্দ্র মুন্সীর কাছে ফারসী ভাষা শিক্ষা করেন।
- ☐ ভারতচন্দ্র তাঁর অগ্রজদের পরামর্শে পিতৃসম্পত্তি উদ্ধারের জন্য বর্ধমান মহারাজার কাছে গেলে দুর্ভাগ্যবশত নানাচক্রান্তে তিনি কারারুদ্ধ হন।

□ কারারক্ষের দয়ায় রঘুনাথ নামক শূদ্র ভৃত্যের সঙ্গে তিনি তাকে পালিয়ে যান ও সুবাদার রাখান শিবভক্তের আশ্রয় গ্রহণ করেন।

□ ভারতচন্দ্র ও রঘুনাথ শঙ্করাচার্যের মঠে সন্ন্যাসী বেশে বাস করতে থাকেন।

□ ভারতচন্দ্র 'মুনি গোঁসাই' নাম নিয়ে তীর্থভ্রমন করতে থাকেন।

□ খানাকুল গ্রামের শ্যালিপতি ভাই-য়ের অনুরোধে পুনরায় সংসারে ফিরে ওলন্দাজ সরকারের দেওয়ান রামেশ্বর মুখুজ্জের বাড়িতে বাস করতে থাকেন।

□ পরে ফরাসডাঙায় ফরাসী গভর্নমেন্টের দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ন চৌধুরীর শরনাগত হন।

□ ইন্দ্রনারায়ন চৌধুরী বন্ধু মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে ভারতচন্দ্রের পরিচয় করিয়ে দে

□ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ভারতচন্দ্রের কবিপ্রতিভায় মুগ্ধ হন ও তাকে মাসিক ৪০ টাকা বেতনে সভাকবি নিযুক্ত করেন। তাঁকে 'গুনাকর' উপাধি ও 'মূলাজোড়' গ্রাম উপহার দেন।

□ ভারতচন্দ্রের কাব্য :

১) সত্যপীরের কথা – ১৭৩৭ খ্রী.
২) রসমঞ্জরী
৩) নাগাষ্টক
৪) গঙ্গাষ্টক
৫) চন্ডীনাটক
৬) কবিতাবলী
৭) পদ্যানুবাদ
৮) অন্নদামঙ্গল

□ 'অন্নদামঙ্গল' এর রচনাকাল ১৭৫২ খ্রী. । কাব্যটির তিনটি খন্ড —
(i) অন্নদামঙ্গল বা অন্নদামাহাত্ম্য।
(ii) কালিকামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দর কাব্য।
(iii) অন্নপূর্নামঙ্গল বা মানসিংহ।

□ কবি তাঁর কাব্যের নাম রাখেন 'নূতনমঙ্গল'।

□ সর্বপ্রথম অন্নদাদেবীর পূজো করেন — ধর্মচন্দ্র।

□ ভারতচন্দ্র 'রায়গুনাকর' উপাধি পান – ১৭৪৬ খ্রি.

□ 'বিদ্যাসুন্দর' পালার আদি রচয়িতা – শ্রীধর।

□ ভারতচন্দ্রের কবিদের বারানসী – মূলাজোড়

□ ভারতচন্দ্র পরিচিত ছিলেন 'মুনি গোঁসাই' নামে।

□ অন্নদামঙ্গল কাব্যে ভারতচন্দ্র 'মুনি গোঁসাই' ভনিতা ব্যবহার করেননি একবারও।

□ কাব্যে প্রথম দিবাপালা সাঙ্গ হয় — শুক্রবার।

□ ব্যাসদেব 'ব্যাস বারানসী' নির্মান করতে চেয়েছিলেন — পুরীতে।

□ সুন্দর ও বিদ্যা স্বর্গের শাপভ্রষ্ট — চন্দ্র ভৈরবী।

□ 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের প্রথম গায়েন — নীলমনি সমাদ্দার।

□ সুন্দরের পিতা → গুনসিন্ধু
বিদ্যার পিতা → বীরসিংহ

□ শাপভ্রষ্ট হয়ে সুন্দর যোগানন্দ নামে
বিদ্যা যোগমায়া নামে জন্মগ্রহন করে।

□ 'যাহার লাগিয়া চুরি করি গিয়া, সেই জন কহে চোর' → হীরা

□ অবলবৃত্তিতে আহার দিয়ে মানসিংহের সৈন্যসামন্তদের বাঁচান → ভবানন্দ মজুমদার

- □ ভবানন্দের পুত্র → সীতারাম।
- □ ভবানন্দের 'সুয়োরানী → পদ্মমুখী', দুয়োরানী → চন্দ্রমুখী।
- □ চন্দ্রমুখীর দাসী → 'মাধী' ; পদ্মমুখীর দাসী → 'মাধবী'
- □ মানসিংহ প্রতাপাদিত্যকে ঘিয়ে ভেজে জাহাঙ্গীরকে উপহার পাঠান।
- □ ভবানন্দের দিল্লিযাত্রার সঙ্গী → দাসু - বাসু
- □ জাহাঙ্গীর → পাতশা
- □ উমা'র নামকরণ করেন → মেনকা
- □ ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল প্রথম মুদ্রিত আকারে প্রকাশিত হয় → ১৮১৬ খ্রী.
- ☑ " " " সচিত্র সংস্করণ বের করেন → গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য.
- □ 'ভারতের কাব্য কথার তাজমহল' — নলীনিনাথ চট্টোপাধ্যায়
- □ হালহেডের ব্যাকরণে প্রথম অন্নদামঙ্গলের অংশবিশেষ উদ্ধৃত হয়।